নীরেন্দ্রনাথ : নিজের কথা নিজের বয়ানে

[গত ১২/১/২০১২ সাল লকাল ১১টা নাগাদ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কন্যা অধ্যাপিকা সোনালি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদাননগরের আবাসনে কবির সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ-চারিতায় বেশ কিছু ব্যক্তিগত, পারিবারিক প্রসঙ্গ উঠে এসেছিল। কবরি সেইসব নিজস্ব কথন এখনে সাজিয়ে দেওয়া হলো—সম্পাদক।]

নাম	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।
ছদ্মনাম	বরুণদেব, রত্নাকর, কবিকঙ্ক ইত্যাদি।
জন্ম	১৯২৪, ১৯শে অক্টোবর।
পিতা	জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বঙ্গবাসী কলেজের সহ-অধ্যাক্ষ এবং ইংরেজি বিভাগের প্রধান ছিলেন। চর্চার বিষয় তৌলন ভাষাতত্ত্ব এবং শেক্সপিয়ার।
মা	প্রফুল্লনলিনী দেবী। বিহাহ হয়েছিল মাত্র ১০ বছর বয়সে। স্বামীর বয়স তখন ২০।
ভাইবোন	দুই ভাই দুই বোন। সবচেয়ে বড় দিদি— লতিকা রায়চৌধুরী, দ্বিতীয় সন্তান নীরেন্দ্রনাথ। তৃতীয় হীরেন্দ্রনাথ। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। ছোট বোন প্রতিমা চক্রবর্তী। দুই বোন-ই বর্তমানে প্রয়াত।
পৈতৃক বাস	বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার চান্দ্রা গ্রামে।
শৈশব শিক্ষা	গ্রামের বাড়িতে ঠাকুরদা-ঠাকুমার কাছে। ঠাকুরদার কাছেই অ আ ক খ, এ বি সি ডি...ইত্যাদি শেখা।
কলকাতায় আসা	৬-৭ বছর বয়সে ১৯৩০ সাল নাগাদ। বঙ্গবাসী স্কুলে ভর্তি সরাসরি দ্বিতীয় শ্রেণিতে।
প্রথম লেখা	বিদ্যালয় পত্রিকায়। একটি কবিতা। নাম : 'নৌকা চলে'। তখন সম্ভবত সপ্তম শ্রেণির ছাত্র।
প্রথম কাব্যগ্রন্থ	'নীলনির্জন'। ১৯৫৪ সলের সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত।
সাহিত্যে অনুপ্রেরণা	প্রথাগতভাবে কিছু নেই। কারো কাছ থেকে তেমনভাবে কোনও প্রেরণা আসেনি। স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই নিজের ভিতরে সাহিত্যচর্চার বোধ জন্মায়। বাড়িতে কেউ সাহিত্যিক ছিলেন না। বাবা অবশ্য ইংরেজি সাহিত্যের রসজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন।
লেখাপড়ার সময়	কয়েক বছর আগেও সারাদিনই ছিল লেখাপড়ার সময়। এখন দৃষ্টিশক্তি কমে এসেছে। ডান চোখ প্রায় অকেজো। ফলে লেখা ও পড়ার সময় হয়ে দাঁড়িয়েছে সকাল ও দুপুরে। রাতে পড়তে পারেন না।
প্রিয় লেখক	রবীন্দ্রনাথ, রাজশেখর বসু, জীবনানন্দ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (প্রথম দিককার লেখা), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর ও সুবোধ ঘোষ।
প্রিয় বিদেশি লেখক	টমাস হার্ডি, চার্লস ডিকেন্স, ওডহাউস, জি. কে. চেস্টারটন।
প্রিয় গোয়েন্দা	ব্যোমকেশ বক্সী। এছাড়া ফাদার ব্রাউন, এরকুল পোয়ারো।
আদর্শ	বিদ্যাসাগর।
নেশা	সিগারেট। একসময় ছিল তাস খেলা।
পছন্দ	খেলা দেখা।
অ-পছন্দ	যারা অহেতুক কথা বেশি বলেন, তাদের।
ভয়	কোন কিছুতেই নেই।
প্রিয় খাবার	ভাত, ডাল, আলু সেদ্ধ কাঁচা লঙ্কা সমেত চটকে।
অবকাশ বিনোদন	গান শোনা, বই পড়া।
প্রিয় চলচ্চিত্র নায়ক	কিছু নেই। বরং থিয়েটার দেখতে বেশি ভালো লাগে।
প্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব	মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র বসু, জয়প্রকাশ নারায়ণ।
প্রিয় বন্ধু	প্রথম জীবনে ননী ভৌমিক। পরে সন্তোষকুমার ঘোষ ও অরুণকুমার সরকার
প্রিয় সংগীত শিল্পী	শান্তিদেব ঘোষ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপদ পাঠক (পুরনো বাংলা গানের গায়ক)।
প্রিয় সম্পাদক	'পূর্বাশা' -সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও 'দেশ' -সম্পাদক সাগরময় ঘোষ।
প্রিয় ফুল	জুঁই, টগর, শেফালি।
শখ	ভ্রমণ। পৃথিবীর নানা প্রান্ত ঘুরে এলেও প্রিয় মনের মতো জায়গা পুরী। পুরী বেড়াতে ভালোবাসেন। এছাড়া ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণার বিভিন্ন অঞ্চল ভীষণ পছন্দের।
দুর্বলতা	তরুণ কবিদের প্রতি। তাঁদের কোনও কবিতা ভালো লাগলে ভীষণ আনন্দ পান, কবিকে ডেকে উৎসাহিত করেন। আবার কারো লেখা খারাপ লাগলে চুপ করে থাকেন। খারাপকে আর খারাপ বলতে পারেন না—এটাই দুর্বলতা।
সবচেয়ে আনন্দের স্মৃতি	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য।
সবচেয়ে বিষাদময় ঘটনা	পিতার মৃত্যু। মাত্র ৫৫ বছর বয়সে মারা যান। ৪৫ বছর বয়সে থ্রম্বোসিস হয়। ১০ বছর টানা ভুগে পিতার মৃত্যুতে সংসারটা একসময় ভেসে যায়।
বাকি জীবনে যা করতে চান	আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড দ্রুত শেষ করা।
নিজের মতে নিজের প্রিয় বই	নিজের কোনও বই-ই সেইভাবে প্রিয় নয়। যা লিখতে চেয়েছিলেন, তার দু-আনাও লিখে উঠতে পারেননি বলে সচেতনভাবে মনে করেন।
পড়তে ভালো লাগে	কবিতা। অন্য কারোর ভালো কবিতা পড়লে, মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। তৃপ্তিবোধ করেন এই ভেবে যে, নিজে লিখতে পারছেন না, তাই বলে ভালো লেখা অসম্ভব, তা তো নয়।